পূজ্যপাদ

শ্রীলকৃষ্ণদাসকবিরাজ-গোস্বামি-বিরচিত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় স্ফুরিত

এবং

কুমিল্লা-ভিক্টোরিয়া-কলেজের এবং পরে চৌমুহনী-কলেজের

ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

কর্ত্তৃক লিখিত

তৃতীয় সংস্করণ

ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার-ভাণ্ডার

৪৬, রসারোড্ ইষ্ট্ ফার্ষ্ট লেন, টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৬৮, বঙ্গাব্দ ১৩৬০

মূল্য

অন্ত্যলীলা ও পরিশিষ্টের মূল্য ১৬৲ টাকা ; খরচ-পরিমাণ পাইকারী মূল্য ১২৷৹ টাকা।

গ্রন্থের মূল্য নিম্নলিখিত হারে বর্দ্ধিত হইল :—আদিলীলা ও ভূমিকা ১৩৲ টাকা ; মধ্যলীলা সম্পূর্ণ ১৬৲ টাকা ; অন্ত্যলীলা ও পরিশিষ্ট ১৬৲ টাকা ; পাইকারী মূল্য পূর্ব্ববৎ রহিল।

নিবেদন

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপায় এবং ভক্তবৃন্দের আশীর্ব্বাদে গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী টীকা-সম্বলিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্ট প্রকাশিত হইল। অনিবার্য্য কারণে পরিশিষ্ট-প্রকাশে অনেক বিলম্ব হইয়াছে। তজ্জন্য সহৃদয় পাঠকবৃন্দের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুশীলনকারীদিগের সর্ব্ববিধ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পরিশিষ্ট-রচনার চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্লোকসূচী-পয়ারসূচী দেখিয়া শ্রীগ্রন্থের যে কোনও শ্লোক বা পয়ার পাঠক অনায়াসে বাহির করিতে পারিবেন। কোনও একটী বিষয় সম্বন্ধে শ্রীগ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা আছে। মূলগ্রন্থের বিষয়-সূচীতে প্রত্যেক বর্ণিত বিষয়ই পয়ারাঙ্কের সহিত একইস্থানে সঙ্কলিত হইয়াছে এবং বর্ণনার বিভিন্ন স্তর সূত্রাকারে উল্লিখিত হইয়া এইরূপ ধারাবাহিক ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে, যাহাতে মূলগ্রন্থের আলোচনা ব্যতীতই আলোচ্য বিষয়টীর সম্বন্ধে মোটামোটি ধারণা জন্মিতে পারে। গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী টীকাতে যে সকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, মূলগ্রন্থের বিষয়সূচীর অনুরূপ ভাবে সে সমস্ত বিষয়ও পৃথক্ এক সূচীতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

পাত্রসূচী এবং স্থানাদি-সূচী তো দেওয়া হইয়াছেই; পৃথক্ ভাবে স্থানাদির ভৌগোলিক পরিচয় এবং একশত ছাব্বিশ জন গৌর-পার্ষদের চরিত্রও পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পারিভাষিক শব্দের সূচী এবং প্রাদেশিক ও বিশেষার্থবাচক-শব্দসমূহের অর্থ এবং সূচীও পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আরও কোনও কোনও জ্ঞাতব্য বিষয়ের সূচীও দেওয়া হইয়াছে।

কোনও কোনও পয়ারের এবং শ্লোকের টীকাতে কিছু অতিরিক্ত বিষয় সংযোজিত করার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় একটী টীকা-পরিশিষ্টও সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

কয়েকটী নূতন প্রবন্ধও সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা সম্বন্ধে এস্থলে দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ১৩১৫ বাংলা সালে কলিকাতা-স্থিত ৯৮নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট হইতে চন্দ্র এণ্ড ব্রাদার্স কর্ত্তৃক শ্রীল মাখনলাল ভাগবতভূষণ মহোদয়ের সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণে ভাগবতভূষণ মহাশয়ের নিজের একটী টীকা এবং তদতিরিক্ত একটী সংস্কৃত-টীকাও সন্নিবেশিত হইয়াছিল। ভাগবতভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—এই সংস্কৃত টীকাটী "শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর কৃত।" কিন্তু তিনি টীকাকার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর কোনও পরিচয় দেন নাই। এই টীকার কোনও কোনও অংশ আমরা গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী টীকাতেও চক্রবর্ত্তিপাদের নামোল্লেখ-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছি। যাহাহউক, "বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী" শুনিলেই বৈষ্ণব-সমাজে প্রায় সকলের মনেই শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি বহুগ্রন্থের টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর কথাই জাগে। তাই কেহ কেহ মনে করেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত-টীকাকারও তিনিই; আবার কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ শ্রীগ্রন্থের সংস্কৃত-টীকাটী দেখিলে ইহা সুপ্রসিদ্ধ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা নহে বলিয়া মনে করার যথেষ্ট কারণ যে নাই, তাহা বলা যায় না। ভাগবতভূষণ মহাশয়ও এই টীকার সকল অংশের অনুসরণ করেন নাই। চক্রবর্ত্তিপাদের শ্রীমদ্‌ভাগ-বতাদিগ্রন্থের টীকাতে প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণাদি এবং উপসংহারেও বিশেষ উক্তি কিছু দৃষ্ট হয়; কিন্তু এই টীকায় সে সমস্ত কিছু নাই। দু'য়েক স্থলে এমন কথাও আছে, যাহা চক্রবর্ত্তিপাদের সর্ব্বজন-বিদিত সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। আরও কয়েকটী কারণে মনে হয়, এই সংস্কৃত-টীকা হয়তো অপর কোনও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর লিখিত। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা মনে করিয়া কোনও কোনও ভক্ত পরিশিষ্টে এই সংস্কৃত-টীকাটী সন্নিবিষ্ট করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে আমরা মুদ্রণের উদ্দেশ্যে এই টীকার প্রতিলিপিও করিয়াছিলাম।

কিন্তু উল্লিখিত কারণে, বিশেষতঃ গ্রন্থ-কলেবর-বৃদ্ধির আশঙ্কায় এবং কোনও কোনও ভক্তের পরামর্শে, তাহা মুদ্রিত হইল না।

১৩৫৪ বাংলা সনের ২২শে অগ্রহায়ণ তারিখে মুদ্রণের জন্য সর্ব্বপ্রথম শ্রীগ্রন্থ ছাপাখানায় প্রেরিত হয়; পৌষমাসের ৯ই তারিখে মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হয়। ১৩৬০ সনের ভাদ্রমাসে সম্পূর্ণ গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইল। প্রায় পৌণে ছয় বৎসর লাগিল। গ্রন্থের কলেবরের কথা চিন্তা করিলে গ্রন্থমুদ্রণাদির ব্যাপার সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদের নিকটে ইহা অপ্রত্যাশিতরূপে অধিক সময় বলিয়া বিবেচিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেবল একটী কাজ লইয়াই মুদ্রাযন্ত্র ব্যাপৃত থাকিতে পারে না; সময় সময় আবার অপ্রত্যাশিত আকস্মিক ব্যাপারের জন্যও বিঘ্ন জন্মে। মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ এবং পরিচালকদের আগ্রহ, উৎসাহ ও সহানুভূতি না থাকিলে এই সময়ের মধ্যেও এই বিরাট-কায় গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হইত না। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

দ্রষ্টব্য। ভূমিকা ও আদিলীলা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে; অল্প কয়েক খণ্ড মাত্র আছে। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা শীঘ্রই গ্রন্থ নিবেন, ইহাই প্রার্থনা; বিলম্বে গ্রন্থপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে অসুবিধা হইতে পারে। নূতন গ্রাহকগণ একসঙ্গেই সমগ্র গ্রন্থ নিবেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়। অগত্যা যাঁহারা একাধিকবারে নিতে ইচ্ছা করেন, সমগ্র গ্রন্থ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে তাঁহাদিগকে ক্রমশঃও দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু ভূমিকা ও আদিলীলা একসঙ্গে, সমগ্র মধ্যলীলা একসঙ্গে এবং অন্ত্যলীলা ও পরিশিষ্ট একসঙ্গে নিতে হইবে।

শ্রীগ্রন্থের গ্রাহকবৃন্দের এবং সমগ্র ভক্তবৃন্দের চরণে দণ্ডবৎ-প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন, ইহাই তাঁহাদের চরণে প্রার্থনা।

৪৬, রসারোড্ ইষ্ট্ ফার্ষ্ট লেন,
টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩
১৯শে ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৬০ সন
শ্রীশ্রীহরিবাসর

ভক্ত-পদরজঃপ্রার্থী
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

প্রকাশক
ভক্তিগ্রন্থ প্রচারভাণ্ডারের পক্ষে
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ
৪৬, রসারোড্ ইষ্ট্ ফার্ষ্ট লেন,
পোঃ টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩

মুদ্রাকর:
শ্রীনরেন্দ্রকুমার নাগ রায়
ইষ্টল্যাণ্ড প্রিণ্টার্স
১, গঙ্গাপ্রসাদ লেন, কুমারটুলি,
কলিকাতা-৫

পরিশিষ্টের সূচীপত্র

পরিশিষ্টের সূচীপত্র সমাপ্ত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পরিশিষ্ট

গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীল কৃষ্ণদাস-কবিরাজগোস্বামি-বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থখানি হইতেছে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের লীলাকথা। শ্রীমন্মহাপ্রভু আটচল্লিশ বৎসর প্রকট ছিলেন; তন্মধ্যে চব্বিশ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে এবং চব্বিশ বৎসর সন্ন্যাসাশ্রমে। কবিরাজগোস্বামী গৃহস্থাশ্রমের চব্বিশ বৎসরের লীলার নাম দিয়াছেন—আদি লীলা; আর সন্ন্যাসাশ্রমের চব্বিশ বৎসরের লীলার নাম দিয়াছেন—শেষ লীলা। শেষ লীলাকে তিনি আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা। সন্ন্যাসের প্রথম ছয় বৎসরের লীলার নাম মধ্যলীলা এবং শেষ আঠার বৎসরের লীলার নাম অন্ত্যলীলা। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রভু নীলাচলেই বাস করেন; প্রথম ছয় বৎসর কেবল নীলাচলেই ছিলেন না—একবার দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন, একবার গৌড়ে আসিয়াছিলেন এবং একবার ঝারিখণ্ড-পথে বারাণসী হইয়া বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন; ইহাতে ছয় বৎসর অতিবাহিত হয়; এই ছয় বৎসরের লীলার একটী পৃথক্ নাম দেওয়া হইয়াছে। শেষ আঠার বৎসর প্রভু নীলাচল ছাড়িয়া কোথাও যায়েন নাই।

এইরূপে দেখা গেল সমগ্র গ্রন্থ তিন ভাগে বিভক্ত—আদিলীলা, মধ্যলীলা এবং অন্ত্যলীলা। আদিলীলায় মোট সতরটী, মধ্য লীলায় পঁচিশটী এবং অন্ত্য লীলায় বিশটী পরিচ্ছেদ আছে; সমগ্র গ্রন্থে মোট বাষট্টিটী পরিচ্ছেদ।

১। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়। কোন্ পরিচ্ছেদে কোন্ কোন্ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা সূত্রাকারে উল্লিখিত হইল।

আদি প্রথম পরিচ্ছেদ: মঙ্গলাচরণ; মঙ্গলাচরণ-শ্লোক-বিবৃতি-প্রসঙ্গে দীক্ষাগুরু-তত্ত্ব, শিক্ষাগুরু-তত্ত্ব, ভক্ত-তত্ত্ব, অবতার-তত্ত্ব, প্রকাশ ও বিলাস, ঈশ্বরের শক্তি; গৌর-নিত্যানন্দের অবতরণে জগতের তমোনাশ; অজ্ঞান-তমঃ; প্রোজ্ঝিত-কৈতব পরম-ধর্ম্ম।

আদি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের বিবৃতি-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরতত্ত্বত্ব; শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব; ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এই তিন রূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, মূলনারায়ণ; শ্রীকৃষ্ণের শক্তি-বৈভব; শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ।

আদি তৃতীয় পরিচ্ছেদ। শ্রীচৈতন্যাবতারের সামান্য কারণ—নাম-প্রেম-বিতরণ; ভগবদবতারের প্রকার; শ্রীকৃষ্ণাবতরণের জন্য শ্রীঅদ্বৈতের আরাধনা।

আদি চতুর্থ পরিচ্ছেদ। শ্রীচৈতন্যাবতারের মূল কারণ—ব্রজলীলার তিনটী অপূর্ণ বাসনার পূরণ; প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণাবতরণের মূল ও আনুষঙ্গিক কারণ; ব্রজগোপীদের প্রেমের কামগন্ধহীনতা; শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-শিরোমণিত্ব; শক্তি ও শক্তিমানের ভিন্নাভিন্নত্ব; রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণই গৌর।

আদি পঞ্চম পরিচ্ছেদ। শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব; ব্রজের বলরামই নবদ্বীপের নিত্যানন্দ। ভগবদ্ধামসমূহ ও ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের সংস্থান। ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ শ্রীকৃষ্ণ; প্রকৃতি গৌণ-কারণ। নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-বর্ণন-প্রসঙ্গে সঙ্কর্ষণ-তত্ত্ব, তিন পুরুষ-তত্ত্ব, সৃষ্টিলীলায় তিনপুরুষের সম্বন্ধ।

আদি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব—মহাবিষ্ণুর অবতার, জগতের উপাদান-কারণ; শ্রীঅদ্বৈতকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণদাস-অভিমানের মাহাত্ম্য-খ্যাপন।

আদি সপ্তম পরিচ্ছেদ। পঞ্চ-তত্ত্ব-বর্ণন; পঞ্চতত্ত্ব-কর্তৃক প্রেমদান; প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের হেতু—পঢ়ুয়া-পাষণ্ডী-কর্ম্মি-নিন্দকাদির উদ্ধার; কাশীতে সশিষ্য প্রকাশানন্দ সরস্বতীর উদ্ধার; শঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্তভাষ্যের খণ্ডন।

আদি অষ্টম পরিচ্ছেদ। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ভজনীয়ত্ব বিচার ; শ্রীচৈতন্যভাগবতের মহিমা-কীর্ত্তন ; শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচনার জন্য কবিরাজগোস্বামীর প্রতি বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণববৃন্দের আদেশ এবং শ্রীমদনগোপালের আজ্ঞামালা।

আদি নবম পরিচ্ছেদ। ভক্তিকল্পতরুর বর্ণন। পর-উপকারের মহিমা।

আদি দশম পরিচ্ছেদ। ভক্তিকল্পতরুর শ্রীচৈতন্যশাখারূপ মুখ্যশাখার বিবরণ।

আদি একাদশ পরিচ্ছেদ। ভক্তিকল্পতরুর শ্রীনিত্যানন্দ-শাখার বর্ণন।

আদি দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। ভক্তিকল্পতরুর শ্রীঅদ্বৈত-শাখার বর্ণন।

আদি ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর জন্মলীলা বর্ণন।

আদি চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ। মহাপ্রভুর ঈশ-চেষ্টা-গর্ভা বাল্যলীলার বর্ণন।

আদি পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। প্রভুর পৌগণ্ড-লীলা ; অধ্যয়ন-লীলা ; প্রভুর প্রথম বিবাহ।

আদি ষোড়শ পরিচ্ছেদ। প্রভুর কৈশোরলীলা বর্ণন ; অধ্যাপন-লীলা ; প্রভুর পূর্ব্ববঙ্গে গমন, পূর্ব্ববঙ্গে নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রচার ; তপনমিশ্রের প্রতি কৃপা ; প্রভুর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্ধান ; পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন ; বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত পরিণয় ; দিগ্‌বিজয়ী-জয়।

আদি সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। প্রভুর যৌবন-লীলার বর্ণনা ; বিদ্যৌদ্ধত্য ; বায়ুব্যাধিচ্ছলে প্রেম-প্রকাশ ; গয়ায় গমন ; দীক্ষালীলা ; নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন ; মহাপ্রকাশ ; শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন ; নগর-সঙ্কীর্ত্তন ; কাজীদমন ; গোপী-ভাবের বৈশিষ্ট্য বর্ণন।

মধ্য প্রথম পরিচ্ছেদ। মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলার সূত্র ; প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরাধার কুরুক্ষেত্র-মিলনের ভাবে রথাগ্রে প্রভুর "যঃ কৌমারহরঃ"-শ্লোকাবৃত্তি, শ্রীরূপকর্ত্তৃক তাহার অর্থ প্রকাশ।

মধ্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। রাধাভাবাবেশে প্রভুর কয়েকটী প্রলাপ।

মধ্য তৃতীয় পরিচ্ছেদ। প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ, প্রেমাবেশে তিন দিন রাঢ় ভ্রমণ, শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতগৃহে বিলাসাদি।

মধ্য চতুর্থ পরিচ্ছেদ। শান্তিপুর হইতে প্রভুর নীলাচল-গমন-পথে রেমুণাতে মাধবেন্দ্রপুরীর এবং ক্ষীরচোরা গোপীনাথের বিবরণ।

মধ্য পঞ্চম পরিচ্ছেদ। সাক্ষীগোপালের বিবরণ ; প্রভুর দণ্ডভঙ্গলীলা।

মধ্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। প্রভুর নীলাচলে উপস্থিতি, সার্ব্বভৌমের প্রতি কৃপা—বেদান্তবিচারাদি ; সার্ব্ব-ভৌমের উদ্ধার।

মধ্য সপ্তম পরিচ্ছেদ। প্রভুর দাক্ষিণাত্য-গমন ; বাসুদেবোদ্ধার।

মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদ। রায়রামানন্দের সহিত প্রভুর মিলন, সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আলোচনা ; রামানন্দের সাক্ষাতে গৌরের স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ।

মধ্য নবম পরিচ্ছেদ। প্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ, বেঙ্কটভট্টের সহিত মিলন, দক্ষিণদেশবাসী নানামতাবলম্বী লোকগণের বৈষ্ণব-মত গ্রহণ, প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন।

মধ্য দশম পরিচ্ছেদ। প্রভুর সহিত মিলনের জন্য রাজা প্রতাপরুদ্রের উৎকণ্ঠা ; নানাস্থান হইতে আগত ভক্তদের সহিত প্রভুর মিলন ; গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে আগমনের উদ্যোগ।

মধ্য একাদশ পরিচ্ছেদ। প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দেওয়ার নিমিত্ত প্রভুর নিকটে ভক্তগণের অনুনয় ; রামানন্দের নীলাচলে আগমন ; গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে আগমন, তাঁহাদের সঙ্গে জগন্নাথ-মন্দিরে প্রভুর বেঢ়াকীর্ত্তন।

মধ্য দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। প্রতাপরুদ্রের পুত্রের সহিত প্রভুর মিলন; গুণ্ডিচামার্জ্জন; ভক্তবৃন্দের সহিত উদ্যান-ভোজন।

মধ্য ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। রথাগ্রে প্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তন, কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার ভাবের আবেশে প্রভুর লীলা, প্রেমাবেশে উদ্যানে বিশ্রামাদি।

মধ্য চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ। প্রতাপরুদ্রের প্রতি প্রভুর কৃপা; লক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব; ব্রজমানের বৈশিষ্ট্য।

মধ্য পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। শ্রীঅদ্বৈত ও প্রভু এতদুভয়ের পরস্পর পূজা; কৃষ্ণজন্মোৎসব-লীলা; আবির্ভাবে শচীমাতার গৃহে প্রভুর ভোজন, গৌড়ীয় ভক্তদের বিদায়; সার্ব্বভৌমগৃহে প্রভুর ভোজন; অমোঘের প্রতি কৃপা।

মধ্য ষোড়শ পরিচ্ছেদ। বৃন্দাবন-গমন-চ্ছলে প্রভুর গৌড়ে গমন; রামকেলিতে রূপ-সনাতনের সহিত মিলন; কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন; শান্তিপুরে ভক্তবৃন্দের সহিত ও রঘুনাথদাসের সহিত মিলন।

মধ্য সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। বনপথে প্রভুর বৃন্দাবন-গমন; ঝারিখণ্ডে পার্ব্বত্যজাতিকে এবং বন্য স্থাবর-জঙ্গমাদিকে প্রেমদান; কাশীতে তপনমিশ্রাদির সহিত মিলন; বৃন্দাবন-ভ্রমণাদি।

মধ্য অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ। প্রভুর বৃন্দাবন-ভ্রমণ; শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ডের আবিষ্কার, নন্দীশ্বরে নন্দযশোদা-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের আবিষ্কার, গোপাল দর্শন, বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে গমন—পথে ম্লেচ্ছ-পাঠানগণের উদ্ধার।

মধ্য ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ। প্রয়াগে প্রভুর সহিত শ্রীরূপগোস্বামীর মিলন, বল্লভভট্টের গৃহে প্রভুর গমন, শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর শিক্ষা—জীবতত্ত্ব, ভক্তিরস; প্রভুর কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন।

মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদ। কাশীতে প্রভুর সহিত শ্রীসনাতনের মিলন, শ্রীসনাতনের প্রতি প্রভুর শিক্ষা—সংক্ষেপে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব; বাহুল্যে সম্বন্ধতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব।

মধ্য একবিংশ পরিচ্ছেদ। সম্বন্ধতত্ত্ব-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদি-বর্ণন।

মধ্য দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ। অভিধেয়-তত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ—বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি।

মধ্য ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ। প্রয়োজন-তত্ত্ব-প্রেম; পঞ্চবিধা কৃষ্ণরতি; গূঢ় ভাগবত-সিদ্ধান্ত।

মধ্য চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ। আত্মারাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা।

মধ্য পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ। কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের বৈষ্ণবীকরণ; শ্রীমদ্ভাগবতের বেদান্ত-ভাষ্যত্ব-স্থাপন; প্রভুর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন।

অন্ত্য প্রথম পরিচ্ছেদ। শিবানন্দসেনের কুক্কুর-প্রসঙ্গ; নীলাচলে শ্রীরূপের সহিত প্রভুর মিলন; শ্রীরূপকর্ত্তৃক নাটক-লিখন-প্রসঙ্গ, ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুকর্ত্তৃক নাটকের আস্বাদন; শ্রীরূপের বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন।

অন্ত্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে প্রভুর আবেশ; নৃসিংহানন্দের সাক্ষাতে আবির্ভাব; ছোট হরিদাসের বর্জ্জন।

অন্ত্য তৃতীয় পরিচ্ছেদ। প্রভুর প্রতি দামোদরের বাক্যদণ্ড; হরিদাস-ঠাকুরের বিবরণ।

অন্ত্য চতুর্থ পরিচ্ছেদ। মথুরা হইতে শ্রীসনাতনের নীলাচলে আগমন, দেহত্যাগ হইতে সনাতনের রক্ষণ, জ্যৈষ্ঠমাসের রৌদ্রে সনাতনের পরীক্ষাদি।

অন্ত্য পঞ্চম পরিচ্ছেদ। রামানন্দরায়ের নিকটে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কৃষ্ণকথা শ্রবণ, প্রভুকর্ত্তৃক রামানন্দের মহিমাবর্ণন, বঙ্গদেশীয় কবির নাটক-প্রসঙ্গ।

অন্ত্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামীর চরিত্র-বর্ণন; তাঁহার নীলাচলে আগমন, প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহার স্বরূপের হস্তে অর্পণ, তাঁহার বৈরাগ্য ও ভজন।

অন্ত্য সপ্তম পরিচ্ছেদ। নীলাচলে প্রভুর সহিত বল্লভভট্টের মিলন, ভট্টের গর্ব্বনাশ, ভট্টের প্রতি কৃপাদি।

অন্ত্য অষ্টম পরিচ্ছেদ। শ্রীরামচন্দ্রপুরীর চরিত্রকথন; প্রভুর ভিক্ষা-সঙ্কোচন।

অন্ত্য নবম পরিচ্ছেদ। গোপীনাথ-পট্টনায়কোদ্ধার।

অন্ত্য দশম পরিচ্ছেদ। রাঘবের ঝালির বর্ণনা; ভক্তবৃন্দের সহিত নরেন্দ্রসরোবরে প্রভুর জলকেলি; বেঢ়া সঙ্কীর্ত্তন; প্রভুর ভৃত্য গোবিন্দের সেবা-বৈশিষ্ট্য; প্রভুকর্ত্তৃক ভক্তদত্তদ্রব্য ভোজন; ভক্তগণকর্তৃক প্রভুর নিমন্ত্রণাদি।

অন্ত্য একাদশ পরিচ্ছেদ। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যান।

অন্ত্য দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। সস্ত্রীক গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে আগমন; জগদানন্দের তৈলানয়ন-প্রসঙ্গ; তৈল-ভাণ্ড-ভঞ্জনাদি।

অন্ত্য ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। প্রভুর কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-দুঃখ; জগদানন্দের বৃন্দাবন-গমন; প্রভু কর্ত্তৃক দেবদাসীর গীত শ্রবণ; রঘুনাথভট্টের প্রতি প্রভুর কৃপা।

অন্ত্য চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ। প্রভুর দিব্যোন্মাদ-চেষ্টা, উড়িয়া স্ত্রীলোকের জগন্নাথ-দর্শন প্রসঙ্গ; প্রভুর অস্থি-গ্রন্থির শিথিলতা।

অন্ত্য পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। প্রভুর দিব্যোন্মাদ চেষ্টা।

অন্ত্য ষোড়শ পরিচ্ছেদ। কালিদাসের বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে নিষ্ঠা-প্রসঙ্গ; সপ্তমবর্ষ বয়সে পুরীদাসকর্ত্তৃক কৃষ্ণবর্ণনাত্মক শ্লোক রচনা; মহাপ্রসাদগুণ বর্ণনা; প্রভুর দিব্যোন্মাদ প্রলাপাদি।

অন্ত্য সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। প্রেমাবেশে প্রভুর সিংহদ্বারে পতন, প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি ধারণ; দিব্যোন্মাদ-প্রলাপাদি।

অন্ত্য অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ। জলকেলি-লীলার আবেশে প্রভুর সমুদ্রে পতন, প্রভুর অলৌকিক দীর্ঘাকারত্বাদি।

অন্ত্য উনবিংশ পরিচ্ছেদ। প্রভুর মাতৃভক্তি, দিব্যোন্মাদ-প্রলাপ, গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ সংঘর্ষণ ইত্যাদি; কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ-স্ফূর্ত্তি।

অন্ত্য বিংশ পরিচ্ছেদ। প্রভুকর্ত্তৃক স্বরচিত শিক্ষাষ্টক শ্লোকের আস্বাদন, তৎপ্রসঙ্গে নাম-সঙ্কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য এবং রাধাকৃষ্ণের বৈশিষ্ট খ্যাপন।

২। **গ্রন্থের সংস্কৃত-শ্লোক-সংখ্যা।** আদিলীলায় ২০৯, মধ্যলীলায় ৬১৮, অন্ত্যলীলায় ১৮০ এবং উপসংহারে ৪, সর্ব্বসমষ্টি ১০১১। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি শ্লোক একাধিকবার উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহাদের প্রত্যেকটীকে এক একবার মাত্র করিয়া গণনা করিলে বিভিন্ন শ্লোকের মোট সংখ্যা হইবে ৭৭১। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত শ্লোকের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

আদিলীলা—২০৯। তন্মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে ৩৮, দ্বিতীয়ে ১৭, তৃতীয়ে ২০, চতুর্থে ৪৮, পঞ্চমে ২৩, ষষ্ঠে ১৪, সপ্তমে ৭, অষ্টমে ৫, নবমে ৫, দশমে ২, একাদশে ২, দ্বাদশে ২, ত্রয়োদশে ৩, চতুর্দ্দশে ৪, পঞ্চদশে ৩, ষোড়শে ৬, এবং সপ্তদশে ১০।

মধ্যলীলা—৬১৮। তন্মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে ১৩, দ্বিতীয়ে ১১, তৃতীয়ে ৩, চতুর্থে ২, পঞ্চমে ১, ষষ্ঠে ২৩, সপ্তমে ৪, অষ্টমে ৫৩, নবমে ২৬, দশমে ৬, একাদশে ১৪, দ্বাদশে ১, ত্রয়োদশে ৯, চতুর্দ্দশে ১৫, পঞ্চদশে ৮, ষোড়শে ৩, সপ্তদশে ১৫, অষ্টাদশে ১০, উনবিংশে ৩৯, বিংশে ৬৬, একবিংশে ২২, দ্বাবিংশে ৭২, ত্রয়োবিংশে ৫৮, চতুর্ব্বিংশে ৯৫ এবং পঞ্চবিংশে ৪৯।

অন্ত্যলীলা—১৮০। তন্মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে ৫৬, দ্বিতীয়ে ২, তৃতীয়ে ১৩, চতুর্থে ৯, পঞ্চমে ৯, ষষ্ঠে ৮, সপ্তমে ১৩, অষ্টমে ৭, নবমে ২, দশমে ২, একাদশে ১, দ্বাদশে ১, ত্রয়োদশে ১, চতুর্দ্দশে ৭, পঞ্চদশে ১৩, ষোড়শে ১১, সপ্তদশে ৫, অষ্টাদশে ৩, উনবিংশে ৭ এবং বিংশে ১০।

উপসংহার শ্লোক—৪।

৩। **গ্রন্থের পয়ার ও ত্রিপদীর সংখ্যা।** আদিলীলায় ২০৯৫, মধ্যলীলায় ৫৩৮৭ এবং অন্ত্যলীলায় ৩০৪২; সর্ব্বসমষ্টি ১০৫২৪। বিভিন্ন পরিচ্ছেদের পয়ার ও ত্রিপদীর সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

আদিলীলা···২০৯৫। তন্মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে ৬৭, দ্বিতীয়ে ১০৩, তৃতীয়ে ৯২, চতুর্থে ২৩০, পঞ্চমে ২১১, ষষ্ঠে ১০৬, সপ্তমে ১৬৪, অষ্টমে ৮০, নবমে ৫০, দশমে ১৬২, একাদশে ৫৮, দ্বাদশে ৯৪, ত্রয়োদশে ১২৩, চতুর্দ্দশে ৯৩, পঞ্চদশে, ৩১, ষোড়শে ১০৫ এবং সপ্তদশে ৩২৬।

মধ্যলীলা···৫৩৮৭। তন্মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে ২৭৩, দ্বিতীয়ে ৮৪, তৃতীয়ে ২১৬, চতুর্থে ২১০, পঞ্চমে ১৬০, ষষ্ঠে ২৫৮, সপ্তমে ১৫১, অষ্টমে ২৬৪, নবমে ৩৩১, দশমে ১৮৩, একাদশে ২২৬, দ্বাদশে ২১৯, ত্রয়োদশে ২০০, চতুর্দ্দশে ২৪২, পঞ্চদশে ২৯৬, ষোড়শে ২৮৭, সপ্তদশে ২২০, অষ্টাদশে ২১৯, উনবিংশে ২১৫, বিংশে ৩৩৭, একবিংশে ১২৭, দ্বাবিংশে ৯৭, ত্রয়োবিংশে ৬৯, চতুর্ব্বিংশে ২৬৪ এবং পঞ্চবিংশে ২৩৩।

অন্ত্যলীলা···৩০৪২। তন্মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে ১৬৭, দ্বিতীয়ে ১১০, তৃতীয়ে ২৫৯, চতুর্থে ২৩০, পঞ্চমে ১৫৫, ষষ্ঠে ৩২১, সপ্তমে ১৫৭, অষ্টমে ৯৬, নবমে ১৫১, দশমে ১৫৯ একাদশে ১০৭, দ্বাদশে ১৫৪, ত্রয়োদশে ১৩৮, চতুর্দ্দশে ১১৬, পঞ্চদশে ৮৬, ষোড়শে ১৪১, সপ্তদশে ৬৮, অষ্টাদশে ১১৮, উনবিংশে ১০৫ এবং বিংশে ১৪৪।

ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মোট শ্লোকসংখ্যা ১৫০৫০; তন্মধ্যে আদিলীলায় ২৫০০, মধ্যে ৬০৫০ এবং অন্ত্যে ৬৫০০ (Bengali Language & Literature, 1st edition, P. 483) এস্থলে শ্লোকশব্দে তিনি পয়ার ও ত্রিপদীই বোধ হয় মনে করেন। আমরা গণনা করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহাই উপরে লিখিত হইয়াছে।

আকর-গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে সমস্ত গ্রন্থের প্রমাণ-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১) অভিজ্ঞান-শকুন্তল-নাটক, (২) অমরকোষ, (৩) অনাদিব্যবহারসিদ্ধ প্রাচীন বাক্য, (৪) আদি পুরাণ, (৫) আর্য্যাশতক, (৬) উজ্জ্বলনীলমণি, (৭) উত্তরচরিত, (৮) উদ্বাহতত্ত্ব, (৯) উপপুরাণ, (১০) একাদশীতত্ত্ব, (১১) কাত্যায়নসংহিতা, (১২) কাব্যপ্রকাশ, (১৩) কূর্ম্মপুরাণ, (১৪) কৃষ্ণকর্ণামৃত, (১৫) গরুড়পুরাণ, (১৬) গীতগোবিন্দ, (১৭) গোপীপ্রেমামৃত, (১৮) গোবিন্দলীলামৃত, (১৯) গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু (২০) চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, (২১) জগন্নাথ-বল্লভ নাটক, (২২) দানকেলি কৌমুদী, (২৩) দিগ্বিজয়ী বাক্য, (২৪) নাটকচন্দ্রিকা, (২৫) নাম কৌমুদী, (২৬) নারদ পঞ্চরাত্র, (২৭) নৃসিংহপুরাণ, (২৮) নৈষধীয়, (২৯) ন্যায়শাস্ত্র, (৩০) পঞ্চদশী, (৩১) পদ্যাবলী, (৩২) পদ্মপুরাণ, (৩৩) পানিনি, (৩৪) বঙ্গদেশীয় বিপ্রকাব্য, (৩৫) বাসনা ভাষ্য, (৩৬) বিদগ্ধমাধব-নাটক, (৩৭) বিশ্বপ্রকাশ, (৩৮) বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, (৩৯) বিষ্ণুপুরাণ, (৪০) বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র, (৪১) বৃহন্নারদীয় পুরাণ, (৪২) বৈষ্ণবতোষণী, (৪৩) ব্রহ্মসূত্র, (৪৪) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, (৪৫) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, (৪৬) ব্রহ্মসংহিতা, (৪৭) ভরতমুনিবাক্য, (৪৮) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, (৪৯) ভাগবতসন্দর্ভ, (৫০) ভাবার্থ দীপিকা, (৫১) ভারবী, (৫২) মনুসংহিতা, (৫৩) মহাপ্রভুবাক্য, (৫৪) মহাভারত, (৫৫) মহোপনিষৎ, (৫৬) মুকুন্দমালা, (৫৭) যমুনাচার্য্যকৃত শ্লোক, (৫৮) যামলতন্ত্র (৫৯) রঘুবংশ, (৬০) লঘুভাগবতামৃত, (৬১) ললিত মাধব নাটক, (৬২) শিক্ষাষ্টক-শ্লোক, (৬৩) শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা, (৬৪) শ্রীমদ্‌ভাগবত, (৬৫) শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্য, (৬৬) শ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চা, (৬৭) স্কন্দপুরাণ, (৬৮) স্তবমালা, (৬৯ স্তবাবলী, (৭০) স্তোত্ররত্ন, (৭১) সাত্বত তন্ত্র, (৭২) সামুদ্রিকশাস্ত্র, (৭৩) সাহিত্যদর্পণ, (৭৪) সিদ্ধান্তকৌমুদী, (৭৫) হরিভক্তিবিলাস, (৭৬) হরিভক্তিসুধোদয়।

এতদ্ব্যতীত বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, ষড়্‌দর্শনাদি গ্রন্থেরও অনেক স্থানের মর্ম্ম কবিরাজগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, অবশ্য এসমস্ত গ্রন্থ হইতে কোনও প্রমাণবাক্য তত্তৎ-স্থলে উদ্ধৃত করা হয় নাই।